International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 238-243
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.314

ভারতে জাতিভেদ প্রথার পরিণতি ও তার সমাধান: ড. বি.আর. আম্বেদকরের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

শুক্লা মন্ডল

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 09.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study explores the socio-political effects of the caste system in India through the prism of B. R. Ambedkar's political beliefs, and proposes solutions for its abolition. The caste system, which is based on hierarchical social stratification, has traditionally resulted in systemic discrimination, social exclusion, economic disparity, and denial of basic human rights, notably among Dalits and other oppressed people. This research draws on Ambedkar's critique of caste as an instrument of oppression to highlight his support for social justice, equality, and constitutional democracy. The paper explores Ambedkar's major political contributions, such as his emphasis on legal protections, affirmative action, and the abolition of caste via social transformation and education. It also examines the continued relevance of his views in modern India, where caste-based disparities persist despite constitutional restrictions.

Keywords: Discrimination, Untouchability, Caste System, Human Rights, Dalits

ভূমিকা:

আম্বেদকর যতটা কর্মতৎপর মানুষ ছিলেন, ততটাই ছিলেন একজন পণ্ডিত। হিন্দু সমাজকে বিশ্লেষণ করার পরেই তিনি জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাঁর বৌদ্ধিক চিন্তা ভাবনা, যা জ্ঞানের প্রতি এক আজীবন অনুরাগকে প্রতিফলিত করে, তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি পদের জন্য প্রস্তুত করেছিল। তিনি বিদেশ ভ্রমণ থেকে শত শত বই অধ্যয়ন করে ফিরেছিলেন, যা তিনি তাঁর লেখায় ব্যবহৃত অসংখ্য উদ্ধৃতির উৎস হিসেবে ব্যবহার করতেন। একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে তাঁর কাছে সব সময় বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকত, পাশাপাশি ছিল তাঁর লেখা ডজন ডজন সংবাদপত্রের নিবন্ধ। আম্বেদকর জাতপাত ব্যবস্থা, এর পরিবর্তন, স্থায়িত্ব এবং সামাজিক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের অধিকাংশ কুফলের জন্য এই প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করেন এবং এর বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন। আম্বেদকর জাতপাত ব্যবস্থার শিকড় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন ভারতের প্রথম নৃবিজ্ঞানী গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে (যিনি 1932 সালে 'কাস্ট অ্যান্ড রেস ইন ইন্ডিয়া' প্রকাশ করেন) এর অন্তত এক দশক আগে। তবুও, সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অবদান দীর্ঘকাল অবহেলিত ছিল। ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা যেমন এম. এন. শ্রীনিবাস ও লুই ডুমন্ট এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের অধিকাংশই তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। এটি আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে, মহারাষ্ট্র সরকার 1980-র দশকের শেষভাগে এবং 90-র দশকের শুরুতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী পুনরায় প্রকাশ করার আগে পর্যন্ত তাঁর কিছু লেখা পাওয়া যায়নি ছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনাই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল; 1917 সালের তাঁর প্রথম নিবন্ধ 'Castes in India, Their Mechanism, Genesis, and Development' থেকে শুরু করে

1957 সালে মরণোত্তর প্রকাশিত তাঁর শেষ কাজ 'Buddha and his Dhamma' পর্যন্ত। এর মধ্যে ছিল তাঁর সবচেয়ে স্বীকৃত কিন্তু খুব কম উদ্ধৃত কাজ 'Annihilation of Caste' (1936)। এই সব প্রকাশনায় আম্বেদকর জাতপাত ব্যবস্থার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে এবং সাম্যের লড়াইকে এগিয়ে নিতে অস্পৃশ্যতার উৎস প্রতিষ্ঠা করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

জাতিপ্রথা ও তার উৎপত্তি: আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মতে, জাতপাত সমস্যাটি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই বিশাল। ব্যবহারিক দিক থেকে এটি এমন এক প্রথা যার প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক। (Ambedkar, 2021, p. 242)।

জাতি প্রথা এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সুপরিচিত নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতের জনসংখ্যা আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং সিথিয়ানদের সমন্বয়ে গঠিত। এই সব জনগোষ্ঠীর মানুষ বহু শতাব্দী আগে বিভিন্ন স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা নিয়ে ভারতে এসেছিল তখন এটি একটি উপজাতীয় রাষ্ট্র ছিল। তারা সবাই তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে লড়াই করে এই ভূমিতে জায়গা করে নিয়েছিল এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস শুরু করে। নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া এবং পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে তারা একটি অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তোলে যা তাদের নিজ নিজ সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জাতিগতভাবে সবাই বৈচিত্র্যময় হলেও সাংস্কৃতিক একত্বের ওপর ভিত্তি করে একজাতীয়তা (Homogeneity) তৈরি হয়েছে। আম্বেদকর দাবি করেন যে, সাংস্কৃতিক একজাতীয়তার দিক থেকে কোনো দেশই ভারতীয় উপদ্বীপের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এর কেবল ভৌগোলিক ঐক্যই নেই, বরং একটি গভীর এবং মৌলিক ঐক্য রয়েছে—অস্বীকার করার উপায় নেই এমন সাংস্কৃতিক ঐক্য যা পুরো মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। তবে এই সাদৃশ্যের কারণেই জাতপাত বর্ণনা করা একটি কঠিন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হিন্দু সমাজ যদি কেবল পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর সমন্বয় হতো, তবে পরিস্থিতি সহজ হতো। কিন্তু জাতপাত হলো একটি বিদ্যমান সমজাতীয় এককের উপবিভাগ এবং এই বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জাতপাতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যায় (Ambedkar, 2021, pp. 242-243)।
আম্বেদকরের কাজগুলোতে, বিশেষ করে 1947 সালের "Who were the Shudras?"-এ তিনি জাতপাত ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনর্মূল্যায়ন করেন। তিনি বৈদিক গ্রন্থগুলোতে, বিশেষ করে ঋগ্বেদে তাঁর চিন্তাধারা প্রয়োগ করেন যেখানে তিনি 'পুরুষ সুক্ত' (Purusha Shukta) খুঁজে পান—এটি একটি উৎপত্তির কাহিনী যা জাতপাতের জন্ম ব্যাখ্যা করে। এই কাহিনীতে মানব সভ্যতার সৃষ্টিকে আদি পুরুষ 'বিরাট পুরুষ'-এর উৎসর্গের মাধ্যমে ব্যবচ্ছেদ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরুষ সুক্তের মূল শ্লোক বলে: 'তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে' (Jeffrelot, 2008, p. 38)।

আম্বেদকর জোর দিয়ে বলেন যে, বাইবেলের 'জেনেসিস' ধারণার বিপরীতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যক্তিকে নয় বরং গোষ্ঠীকে সমাজের কেন্দ্রে রাখে: 'এটি একটি শ্রেণি-ভিত্তিক সমাজকে আদর্শ হিসেবে প্রচার করে।' সর্বোপরি, তিনি বর্ণকে একে অপরের পরিপূরক এবং সমাজকে 'সচল' রাখার উপায় হিসেবে দেখেন। সমাজের এমন সংঘাতমুক্ত ধারণাটি মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী উৎস থেকে এসেছে: এই সৃষ্টিতত্ত্বের লেখকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। বর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা বলবৎ ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার জন্য তারাই দায়ী। আম্বেদকর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যা 'শ্রেণি কাঠামোকে কেবল প্রাকৃতিক ও কাম্য হিসেবেই দেখে না, বরং একে পবিত্র এবং ঐশ্বরিক হিসেবেও গণ্য করে' (Jeffrelot, 2008, p. 33-34)।

ভারতের জনগণ একটি একজাতীয় সমষ্টি। ভারতের বিভিন্ন জাতি যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে তারা কমবেশি একে অপরের সাথে মিশে গেছে এবং একটি নিরবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ঐক্যের অংশ, যা একটি সমজাতীয়(homogeneus) জনসংখ্যার একমাত্র মানদণ্ড। এই সমজাতীয়তাকে ভিত্তি ধরলে, জাতপাত একটি সম্পূর্ণ নতুন সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয় যা সাধারণ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যের মধ্যে অনুপস্থিত। ভারতে জাতপাত বলতে জনসংখ্যার স্থায়ী এবং পৃথক গোষ্ঠীতে কৃত্রিম বিভাজনকে বোঝায়, যেখানে 'অন্তর্বিবাহ' (Endogamy) প্রথার কারণে একে অপরের সাথে মিশে যাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং, এটি অনিবার্য যে অন্তর্বিবাহ হলো জাতপাতের একমাত্র অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং আমরা যদি আলোচনা করতে পারি কীভাবে অন্তর্বিবাহ বজায় রাখা হয়, তবে আমরা মূলত জাতপাতের উৎস এবং প্রক্রিয়া প্রমাণ করতে পারব। এই পর্যায়ে এটি উল্লেখ করা উপযুক্ত হতে পারে যে, ভারতের মতো কোনো সভ্য সংস্কৃতিতে এত আদিম উপজাতি (primordial survivals) আর নেই। এর ধর্ম মূলত আদিম এবং এর উপজাতী সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির পরেও আজও নিখুঁত শক্তিতে কাজ করে চলেছে (Ambedkar, 2021, pp. 246-247)।

আম্বেদকর যে আদিম উপজাতীয় প্রথা তুলে ধরতে চেয়েছেন তার একটি হলো 'বহির্বিবাহ' (Exogamy) প্রথা। আদিম সমাজে বহির্বিবাহের প্রচলন একটি সুপরিচিত সত্য। তবে ইতিহাস যত এগিয়েছে, বহির্বিবাহ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো সামাজিক বাধা নেই। কিন্তু ভারতের মানুষের জন্য বহির্বিবাহের নিয়ম আজকের দিনে একটি ইতিবাচক দিক বহন করে। অন্য কোথাও গোত্রের প্রাধান্য দেখা যায় না কিন্তু ভারতীয় সমাজে গোত্র ব্যবস্থার প্রাধান্য দেখা যায়, যার প্রমাণ হলো বিবাহ আইন যা বহির্বিবাহের নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত; কারণ কেবল 'সপিণ্ড' (রক্তের আত্মীয়) নয়, এমনকি 'সগোত্র' (একই শ্রেণির) বিবাহকেও অপবিত্র মনে করা হয় (Ambedkar, 2021, pp. 246)। জাতপাত ব্যবস্থা স্পষ্ট করতে আম্বেদকর সেই প্রক্রিয়াগুলো পরীক্ষা করেছেন যার মাধ্যমে একটি জাতকে অন্তর্বিবাহ গ্রহণ করতে হয়। কোনো গোষ্ঠী যদি অন্তর্বিবাহ বজায় রাখতে চায়, তবে অন্য গোষ্ঠীর সাথে আন্তঃবিবাহের আইনি নিষেধাজ্ঞা কোনো কাজে আসবে না, বিশেষ করে যদি আগে বহির্বিবাহই নিয়ম হয়ে থাকে। আবার, যে সব গোষ্ঠী একে অপরের সংস্পর্শে থাকে তাদের মধ্যে মিশে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। যদি জাতপাতের উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রবণতাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, তবে এমন একটি সীমানা টানা অত্যন্ত জরুরি যার বাইরে ব্যক্তিরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না (Ambedkar, 2021, pp. 246-248)।

ভারতে জাতপাত ব্যবস্থার পরিণাম সম্পর্কে আম্বেদকরের মত:

আম্বেদকরের মতে জাতপাত ব্যবস্থা কেবল শ্রমের বিভাজন নয়; এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শ্রম বিভাজনকে একের ওপর এক পদমর্যাদায় সাজানো হয়েছে। অন্য কোনো দেশে শ্রম বিভাজনের সাথে শ্রমিকদের এমন গ্রেডিং বা স্তরবিন্যাস দেখা যায় না। (Ambedkar, 2014, p. 233-234)।

এই শ্রম বিভাজন স্বতঃস্ফূর্ত নয়, আবার এটি জন্মগত দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেও নয়। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দক্ষতার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির নিজের কাজ বেছে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করা। জাতপাত ব্যবস্থায় এই ধারণাটি লঙ্ঘিত হয় কারণ এতে মানুষের ক্ষমতার চেয়ে তাঁর সামাজিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে আগে থেকে নির্ধারিত কাজ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় (Ambedkar, 2014, p. 234)।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতপাত ব্যবস্থার কারণে এই পেশাগত বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। শিল্প কখনোই স্থির থাকে না। এটি দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এমন পরিবর্তনের সাথে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাঁর পেশা পরিবর্তনের সক্ষমতা রাখতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার নমনীয়তা না থাকলে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন না। জাতপাত ব্যবস্থা এখন হিন্দুদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত

না হওয়া পেশা গ্রহণে বাধা দেয়। কোনো হিন্দুকে যদি নতুন পেশা গ্রহণের থেকে না খেয়ে মরতে দেখা যায়, তবে এর কারণ জাতপাত ব্যবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। পেশাগত অভিযোজন রোধ করে জাতপাত দেশের বেকারত্বের একটি অন্যতম কারনে পরিণত হয়েছে (Ambedkar, 2014, pp. 234-235)।

জাতপাত অর্থনৈতিক দক্ষতা প্রদান করে না। জাতি প্রথা জাতির উন্নতি করতে পারেনি। জাতপাত একটি কাজই করেছে— এটি হিন্দুদের সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত এবং মনোবলহীন করে তুলেছে। কেবল প্রতিটি জাতই নিজেদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া এবং বিয়ে করে না, তাদের নিজস্ব পোশাকের নিয়মও রয়েছে। ভারতীয় পুরুষ ও মহিলাদের অসংখ্য পোশাক শৈলীর পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে? আম্বেদকরের মতে, "আদর্শ হিন্দুকে হতে হবে নিজের গর্তে বাস করা ইঁদুরের মতো, যে অন্যদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখতে অস্বীকার করে।" হিন্দুদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে "একই ধরনের চেতনা" (consciousness of kind) বলেন তার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। প্রতিটি হিন্দু কেবল তাঁর জাত সম্পর্কে সচেতন। এই কারণেই হিন্দুদের একটি সমাজ বা জাতি হিসেবে গণ্য করা যায় না (Ambedkar, 2014, pp. 241-242)।

এর প্রমাণ হলো হিন্দুদের বিভিন্ন জাতের পালিত উৎসবগুলো অভিন্ন। তবে বিভিন্ন জাতের দ্বারা একই উৎসবের সমসাময়িক উদযাপন তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিকতায় পরিণত করতে পারেনি (Ambedkar, 2014, pp. 242-244)।

এই সমাজবিরোধী মানসিকতা কেবল জাতপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এটি আরও গভীরে গিয়ে উপজাতগুলোর (subcastes) পারস্পরিক সম্পর্ককেও বিষাক্ত করেছে। আমার প্রদেশে গোলক ব্রাহ্মণ, দেওরুখ ব্রাহ্মণ, কারদা ব্রাহ্মণ, পালশে ব্রাহ্মণ এবং চিতপাভান ব্রাহ্মণ—সবাই নিজেদের ব্রাহ্মণদের উপজাত হিসেবে দাবি করে। তবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমাজবিরোধী মানসিকতা ঠিক ততটাই তীব্র যতটা তাদের এবং অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণ জাতের মধ্যে বিদ্যমান। (Ambedkar, 2014, pp. 250)।

আম্বেদকর ভারতের আদিবাসী উপজাতিদের পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের সংখ্যা প্রায় 1 কোটি 30 লাখ বা তার বেশি হতে পারে। কিন্তু সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্বেও চরমতম বাস্তব সত্য হলো, হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার এই দেশে এই আদিবাসীরা আজও তাদের আদিম ও অসভ্য অবস্থায় রয়ে গেছে।

তারা কেবল অসভ্যই নয়, তাদের কেউ কেউ এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যার ফলে তাদের অপরাধী হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। হিন্দুরা কেবল এই মানুষদের সভ্য করার কোনো চেষ্টা করেনি কেবল তাই নয়, বরং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দুধর্মের আওতাভুক্ত নিম্নবর্ণের মানুষদের উচ্চবর্ণের সাংস্কৃতিক স্তরে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে (Ambedkar, 2014, pp. 251-252)।

জাতপাত হিন্দু নীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জাতপাত জনহিতকর চেতনা ধ্বংস করেছে। জাতপাত জনসেবার ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। জাতপাত জনমত গঠন অসম্ভব করে তুলেছে। একজন হিন্দুর 'জনগণ' তাঁর জাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁর দায়িত্ব কেবল তাঁর জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর ভক্তি তাঁর জাতের সাথে আবদ্ধ। কর্তব্যপালন আজ জাত-নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং নৈতিকতা জাত-বদ্ধ। যোগ্যদের জন্য কোনো করুণা নেই। গুণের কোনো স্বীকৃতি নেই। অভাবীদের জন্য কোনো দান নেই। এই ধরনের দুর্ভোগের কোনো উত্তর নেই। উদারতা আছে, কিন্তু তা শুরু হয় জাত দিয়ে এবং শেষও হয় জাতে (Ambedkar, 2014, pp. 259)।

এই জাতি প্রথার নির্মূল কীভাবে সম্ভব: আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি

উপজাত বিলুপ্তি

একটি মত আছে যে জাতপাত সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হলো উপজাতগুলো (sub-castes) বিলুপ্ত করা। এই ধারণাটি এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি যে, উপজাতগুলোর তুলনায় জাতগুলোর মধ্যে আচার-আচরণ ও মর্যাদার অনেক বেশি মিল রয়েছে (Ambedkar, 2021, pp. 287)।

আন্তঃজাতি বিবাহ (Inter-caste Marriage)

জাতিভেদ প্রথার নির্মূলের আরেকটি কৌশল হিসেবে ভিন্ন জাতির মধ্যে একসঙ্গে আহার করার কথা বলা হয়, তবে এটি যথেষ্ট কার্যকর প্রতিকার নয়। অনেক জাত আছে যারা একত্রে ভোজন অনুমোদন করে। তবে এটি সাধারণ জ্ঞান যে আন্তঃজাতি বিবাহ ছাড়া জাতপাতের চেতনা নির্মূল করা সম্ভব নয় (Ambedkar, 2021, pp. 287-288)।

আম্বেদকর বিশ্বাস করেন যে আন্তঃজাতি বিবাহই হলো প্রকৃত সমাধান। রক্তের সংমিশ্রণই কেবল আত্মীয়তার অনুভূতি তৈরি করতে পারে এবং যতক্ষণ না এই আত্মীয়তার বোধ প্রাধান্য পাচ্ছে, ততক্ষণ জাতপাতের তৈরি করা বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব বজায় থাকবে। হিন্দু সমাজে আন্তঃজাতি বিবাহকে একটি শক্তিশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত হতে হবে। একটি খণ্ডিত সমাজে বিবাহ একটি অপরিহার্য বাঁধন হিসেবে কাজ করে। জাতপাত ভাঙার প্রকৃত সমাধান হলো আন্তঃজাতি বিবাহ (Ambedkar, 2021, pp. 288)।

জাতপাত ধ্বংসের আসল চাবিকাঠি হলো শাস্ত্র প্রত্যাখ্যান:

এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে হিন্দুরা জাতপাত পালন করে না কারণ তারা নিষ্ঠুর বা বিপথগামী। তারা জাতপাত অনুসরণ করে কারণ তারা অত্যন্ত ধার্মিক। মানুষ জাতপাত পালন করে ভুল করছে না। আম্বেদকর বলেছিলেন, 'আমার মতে, যা ভুল তা হলো তাদের ধর্ম, যা এই জাতপাতের ধারণাটি গেঁথে দিয়েছে। এটি যদি সঠিক হয়, তবে স্পষ্টতই আপনার শত্রু সেই মানুষগুলো নয় যারা জাতপাত পালন করে, বরং সেই শাস্ত্রগুলো যা তাদের এই জাতপাতের ধর্ম শেখায়। আন্তঃভোজন বা আন্তঃবিবাহ না করার জন্য মানুষকে সমালোচনা বা উপহাস করা বা মাঝে মাঝে আন্তঃজাতি ভোজন বা বিবাহের আয়োজন করা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের একটি ব্যর্থ পদ্ধতি। প্রকৃত প্রতিকার হলো শাস্ত্রের পবিত্রতার ওপর বিশ্বাস ধ্বংস করা' (Ambedkar, 2021, pp. 289-290)।

আম্বেদকরের মতে, যুক্তি বা তর্কের আশ্রয় নেওয়া নিরর্থক। ব্যাকরণগত বা যৌক্তিকভাবে শাস্ত্র কী বলছে তা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া বৃথা। গুরুত্বপূর্ণ হলো শাস্ত্রগুলো মানুষের কী কাজে এসেছে। মানুষকে বুদ্ধের অবস্থান নিতে হবে। মানুষকে গুরু নানকের মতো অবস্থান নিতে হবে।মানুষ কেবল তখনই শাস্ত্র ত্যাগ করতে পারবে যখন বুদ্ধ বা নানকের মতো তাদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবে (Ambedkar, 2021, pp. 289-290)।

উপসংহার:

স্বাধীনতার পর ভারত রাষ্ট্র সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথাকথিত তফসিলভুক্ত জাতি ও জনজাতির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক (affirmative action) নীতি গ্রহণ করে। সংবিধানের মাধ্যমে শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। এই পদক্ষেপগুলি দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়।

1997 সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে ভারত তার প্রথম দলিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে, যা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সাফল্য এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রতীক। তবে B. R. Ambedkar-এর দৃষ্টিতে প্রকৃত

মুক্তি কেবল রাজনৈতিক সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মতে, অস্পৃশ্যতা এক প্রকার দাসপ্রথা, এবং এই দাসত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। তাই তিনি মনে করতেন, যতদিন না তফসিলভুক্ত জাতি ও জনজাতির সর্বশেষ ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে মুক্তি লাভ করছে, ততদিন ভারত প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়।

আম্বেদকর দলিত, অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু ও নারীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান যেন তারা নিজেদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকায় এবং অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধার করে। তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্ষকদের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর জোর দেন এবং সামাজিক সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠনের কথা বলেন।

তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমে দলিতদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং পরে বৃহত্তর 'বহুজন সমাজ'কে সংগঠিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গঠন করা অত্যন্ত জরুরি, যা তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। এই প্রেক্ষিতে তিনি সংস্কৃতায়নের (sanskritisation) বিকল্প পথের কথা বলেন, যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি অনুকরণ না করে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে এগিয়ে যাবে।

এছাড়াও, আম্বেদকর শিক্ষা, সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দেন। তার বিখ্যাত মন্ত্র— "Educate, Agitate, Organize"—দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। তিনি সংবিধানের মাধ্যমে আইনি সুরক্ষা প্রদান করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।
সবশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার পর গৃহীত নীতিমালা ও উদ্যোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, B. R. Ambedkar-এর স্বপ্নের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও একটি চলমান প্রক্রিয়া। তার দৃষ্টিভঙ্গি আজও সামাজিক ন্যায় ও সমতার সংগ্রামে প্রাসঙ্গিক এবং পথপ্রদর্শক।

References:

1. Ambedkar, B.R. (2021). The untouchables who were they and why they became untouchables? Wardha. Sudhir Prakashan.
2. Christophe, J. (2008). Dr. Ambedkar and Untouchability.New Delhi. Orient Blackswan
3. Rodrigues, V. (2002). The essential writings of Dr. B.R Ambedkar. New Delhi, Oxford University Press.
4. keer, D. (1991). Dr Ambedkar Life and Mission. New Delhi. Popular Prakashan Private limited.
5. Moon, V. (2002). Dr Babasaheb Ambedkar. New Delhi. National Book Trust.
6. Roy. A. (1936/2014). Annihilation of caste the annotated critical edition B.R. Ambedkar in S.Anand 2014(ed). New Delhi. Navayana.
7. Singh, M.k. (2008). Ambedkar on Caste and untouchability.New Delhi.Rajat publication.
8. https://hindumediawiki.com/story.php?id=945&title=criticism-of-ambedkar